দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

মেধা পাচার

গতকাল দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রায় লক্ষাধিক ছাত্র পড়াশোনা করছে। এই প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছেই। যেসব ছাত্রছাত্রী পড়াশোনার জন্য বিদেশে যাচ্ছে, তাদের বেশীর ভাগই এসএসসি–এইচএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্কস পেয়েছে। এর মধ্যে ৪০ হজার ছাত্রছাত্রী ভারতে পড়াশোনা করছে। তাছাড়া চীন, রাশিয়া, পোল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, মিসর, পাকিস্তান, জাপান, সাইপ্রাস, মরক্কো প্রভৃতি দেশে পড়াশোনার জন্য বাংলাদেশী মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা পাড়ি জমাচ্ছে।

আপাত দৃষ্টিতে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এখনই চিন্তা–ভাবনা করা দরকার। বাংলাদেশের যে সকল ছাত্রছাত্রী বিদেশে পড়াশোনা করতে যাচ্ছে, তাদের বেশীরভাগই মেধাবী ছাত্রছাত্রী। দেশে দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তির কত প্রয়োজন, সে কথা বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। আমরা যদি দেশেই দক্ষ প্রকৌশলী, ডাক্তার, শিল্পী–সাহিত্যিক–দার্শনিক–বিজ্ঞানী তৈরি করতে পারি, তবে তা মর্যাদাবান জাতি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠার পথে যেমন সহায়ক হবে, তেমনি সকল দিক থেকে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পথও সুগম হবে। সেই লক্ষ্যেই দরকার মেধাবী জনশক্তি। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মেধাবী ছাত্রছাত্রী যদি বিদেশে পাড়ি জমায় শিক্ষার জন্য, তাহলে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন দুঃসাধ্য হতে বাধ্য। সে জন্যই দরকার মেধা পাচার রোধ করা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন লক্ষ লক্ষ মেধাবী ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এর কারণ হিসাবে কয়েকটি বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। এক, দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগের অভাব। দুই, দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সেশন জট। তিন, কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পড়াশোনা করতে না পারা। চার, বিদেশে শিক্ষার কথিত উন্নত মান। মেধা পাচার রোধ করার জন্য বিষয়গুলি গুরুত্বসহকারে ভাবা দরকার।

প্রথমত উচ্চ শিক্ষার সুযোগের অভাব। প্রতি বছর যে হারে ছাত্রছাত্রী এসএসসি–এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে বেরোচ্ছে, দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের সকলকে ধারণ করার মত ক্ষমতা নেই। তাছাড়া সকল অভিভাবকই সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাদের ভাল কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে চান। চাকরি–বাকরির ক্ষেত্রেও সাধারণ গ্রাজুয়েট ও অনার্স গ্রাজুয়েটদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। ফলে সক্ষম অভিভাবকরা সন্তানদের বিদেশ থেকে ডিগ্রী করিয়ে আনার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেন।

দ্বিতীয়ত, দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় সব কয়টিতেই সেশন জট রয়েছে। ফলে চার বছরের পড়শোনা শেষ করতে কোন কোন ক্ষেত্রে সাত–আট বছর পর্যন্ত লাগে। এতে ছাত্রদের তিন–চার বছর সময় নষ্ট হয়। দেশে অনেক ক্ষেত্রে পড়াশোনা শেষ করতেই চাকরির বয়স চলে যায়। অথচ বিদেশ থেকে সমমানের কিংবা উন্নতমানের ডিগ্রী নিয়ে এসে তিন–চার বছর আগেই চাকরিতে যোগদান করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পড়শোনা করতে না পারা। মেডিক্যাল, ইঞ্জিনীয়ারিং–এর কথা বাদ দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও কেউ কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পায় না। বর্তমান ভর্তি ব্যবস্থায় যে হয়ত অর্থনীতি পড়তে চায়, তাকে হয়ত শেষ পর্যন্ত পড়তে হয় ইতিহাস; যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পড়তে চায় তাকে হয়ত শেষ পর্যন্ত পড়তে হয় সমাজবিজ্ঞান। এই ব্যবস্থা ছাত্রদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে। অথচ বিদেশে তুলনামূলকভাবে সহজেই কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারে এবং বিদেশে চাকরির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থান অর্জন করতে পারে।

চতুর্থত, বিদেশে পড়শোনার কথিত উন্নতমান। বিদেশে বিশেষ করে পশ্চিমা দেশে লেখাপড়ার উন্নতমান নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু ভারতের সকল ক্ষেত্রে এই মান প্রশ্নাতীত নয়। অথচ বিদেশে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের প্রায় অর্ধেকই পড়ে ভারতে।

দেশের কর্ণধারদের এই বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। অতি দ্রুত দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলে ছাত্রছাত্রীদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় পড়াশোনা করার সুযোগ তৈরি করতে হবে। সেশন জট অবিলম্বে দূর করতে হবে এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। এর জন্য দরকার সামগ্রিক আয়োজন। আশা করি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন।

প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। তাহল, বিদেশে যেসব ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে, তাদের ৭০ শতাংশের ব্যয় নির্বাহ করেন বাংলাদেশস্থ অভিভাবকরা। অর্থাৎ এই খাতে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে যাচ্ছে দেশের বাইরে। এ–ও কম উদ্বেগের বিষয় নয়। তাছাড়া এসএসসি–এইচএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘকাল বিদেশে অবস্থানের ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে আর সম্পৃক্ত থাকতে পারে না। ওই বয়সে তা অস্বাভাবিকও নয়। এই সামগ্রিক অবস্থা সামনে রেখেই দেশ থেকে মেধা পাচার রোধের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া দরকার।